দৈনিক সংবাদ

তারিখ 20 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

28

শিক্ষার জন্য খাদ্য

প্রধানমন্ত্রী আসল অগ্রগতি জানতে চান

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকঢোল পিটিয়ে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হলেও এ কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে চলেছে। মাঠ পর্যায়ে দুর্নীতি, অনিয়ম গেড়ে বসেছে। কেন্দ্র হতে সুষ্ঠু সমন্বয় হচ্ছে না। সরকারিভাবে এ কর্মসূচীর ফলে স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা বেড়েছে এবং ঝরে পড়া কমেছে— এমন দাবি করা হলেও তা হয়নি। শেকড় পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে চলছে অনিয়ম আর পক্ষপাতিত্ব।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর আসল অগ্রগতি কি পর্যায়ে

শিক্ষা ঃ পৃঃ ৮ কঃ ২

শিক্ষা ঃ অগ্রগতি জানতে চান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তা জানতে চেয়েছেন। এ লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সকল মন্ত্রণালয়ের সচিব ও অতিরিক্ত সচিবদের মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণশেষে চলতি মাসের মধ্যে এ ব্যাপারে রিপোর্ট দিতে বলেছে। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে এ রিপোর্টগুলো সমন্বিত করে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রেরণ করবে।

সরকারের "সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম (আইএনএফইপি)" কর্মসূচীর আওতায় গত বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর বাস্তব কাজ শুরু হয়। গত অর্থবছরের ১০ মাসে (সেপ্টেম্বর-জুন) এ বাবদ ৭০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। এ বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে প্রকৃত অর্থে এ কর্মসূচীর সফলতা কি জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা বলেন, কোন কাজ হয়নি ঢালাওভাবে একথা বলা যাবে না। তবে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জিত হয়নি।

চলতি অর্থবছরে এ কর্মসূচীর জন্য ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন কাজে যারা রয়েছেন তাদের অনেকেরই অভিযোগ হলো, ইউনিয়ন নির্বাচনের ক্ষেত্রে সরকারের রাজনৈতিক প্রভাব লক্ষণীয় ছিল। বিশেষ করে ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের এই অভিযোগ বিস্তর। তারা এমনও অভিযোগ করছেন, চলতি অর্থবছরে গত অর্থবছরের দ্বিগুণেরও বেশি অর্থ বরাদ্দের (১৫০ কোটি টাকা) পেছনে সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। কারণ আগামী অর্থবছরে বিএনপি সরকারের ৫ বছর মেয়াদ পূর্ণ হবে। সে কারণে যে ইউনিয়নে বিএনপি'র প্রভাব বেশি প্রতি থানায় একটি করে ইউনিয়ন বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সেটাই প্রাধান্য পেয়েছে। একই কারণে এ বছর বরাদ্দও বাড়ানো হয়েছে।

এই অভিযোগ সম্পর্কে এ কর্মসূচী বাস্তবায়নকারী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ সূত্রে বলা হয়েছে যে, কয়েকটি ইউনিয়নের ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত অভিযোগ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগে এসেছে। একই সূত্রে বলা হয়, মাঠ পর্যায় থেকে কেন্দ্রের সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। থানা থেকে সংশ্লিষ্ট বিভাগে সময়মতো এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যা বা অন্য তথ্যাবলী পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ সূত্রে আরো স্বীকার করা হয় যে, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর গম বিতরণ ও পরিবহনের টাকা নানা জটিলতার কারণে সময়মতো পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে এই টাকার জন্যে প্রেরিত গমের কিছু অংশ বাজারে বিক্রি করে দেয়ার ঘটনা ঘটছে। অথচ দেরিতে হলেও গম পরিবহন, বিতরণের খরচের টাকা সংশ্লিষ্টরা পাচ্ছেন।

সেপ্টেম্বরে শিক্ষার জন্যে খাদ্য কর্মসূচী চালু হবার পর পর্যায়ক্রমে ৪৬০টি থানার ৪৬০টি ইউনিয়ন এ কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়। মেট্রোপলিটন এলাকা এ কর্মসূচীর বাইরে রাখা হয়েছে। প্রথমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলা এ কর্মসূচীর বাইরে রাখা হলেও পরে প্রতিক্রিয়া হতে পারে, এই ভেবে সরকার রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি থানার সবচেয়ে অনুন্নত ও অনগ্রসর ইউনিয়নকে এই কর্মসূচীর জন্য নির্বাচনের কথা থাকলেও সবক্ষেত্রে তা হয়নি বলে মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ। বাগেরহাট, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম এলাকার বেশ কিছু ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এসব জেলার বিভিন্ন থানাতে একটি করে ইউনিয়ন নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে সরকারি দল বিএনপি'র মতামত ও প্রাধান্য গুরুত্ব পেয়েছে। তারা বলেন, সঙ্গত কারণে সরকারের এ কর্মসূচী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে— এ প্রশ্ন চলে আসাটা অস্বাভাবিক নয়। এসব ইউপি চেয়ারম্যানের অভিযোগ হলো, যেসব ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সরকারি দলের সমর্থক নন, সবচেয়ে অনুন্নত ও অনগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও সেসব ইউনিয়ন শিক্ষার জন্যে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়নি। এটা এ কর্মসূচীর নীতিমালার পরিপন্থী।

এ কর্মসূচী চালুর জন্য ইউনিয়ন নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক এসব অনিয়মের অভিযোগ সম্পর্কে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের বক্তব্য হলো- নীতিমালার ভেতরেই ইউনিয়ন নির্বাচন করা হয়েছে। বিচ্ছিন্নভাবে এ সংক্রান্ত কয়েকটি অভিযোগ এই বিভাগে এসেছে। এ ধরনের বড় একটি প্রকল্পে সামান্য কিছু অভিযোগ আসা কি অনাকাঙ্ক্ষিত?